বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
পরিধারন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের ২৭-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ এর মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে বিগত ২৭-০৬ -২০১৯ তারিখ বিকাল ০৫.০০টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন (আইসিসি) এর মনিটরিং ইউনিট, পরিপালন ইউনিট, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল (আইসিটি) এর ৩৪তম মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আইসিসি এর সকল ইউনিট এর নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ইউনিট পদবী
০১।	মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ,উপমহাব্যবস্থাপক পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সভাপতি মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০২।	জনাব শেখ ফারুক আহমেদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক নিরীক্ষা বিভাগ,বিকেবি,প্রকা, ঢাকা ।	নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট
০৩।	জনাব এ.এইচ.এম. মাহবুবুল বাসেত ভূঞা (উপমহাব্যবস্থাপক এরদায়িত্বে)পরিপালন বিভাগ ,বিকেবি,প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট
০৪।	জনাব সাহা শংকর প্রসাদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০৫।	জনাব এস এম সোহেল রানা, মুখ্য কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৬।	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান,মুখ্য কর্মকর্তা নিরীক্ষা বিভাগ, বিকেবি,প্রকা,ঢাকা।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৭।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, মুখ্য কর্মকর্তা আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৮।	কে এম হাসানুজ্জামান , কর্মকর্তা পরিপালন বিভাগ ,বিকেবি,প্রকা,ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৯।	জনাব মোহাঃ তাওহীদুল ইসলাম , মুখ্য কর্মকর্তা পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য সচিব,অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট

০২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।বিগত ০৭-০৩-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম সভার কার্যবিবরণীর উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয় এবং সভায় বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন বিকেবি, প্রধান কার্যালয় ঢাকার পরিধারন বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীমের সদস্য সচিব জনাব মোহাঃ তাওহীদুল ইসলাম। অতঃপর বিবিধ আলোচ্যসূচী নিয়ে পরিধারন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মিসেস লুৎফুল নাহার নাজ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) আইসিটি অপারেশন বিভাগ হতে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী ৫০ টি শাখার ৪১ প্রদেয় ও ১৩১ আদায়যোগ্য খাতের অসমন্বিত টাকা সমন্বয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকদের ব্যাখ্যা তলব করা হয় । ৪৫ টি শাখা হতে উল্লেখিত ব্যাখ্যার জবাব পাওয়া গেছে । ০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "ক" সিদ্ধান্ত জানিয়ে অবশিষ্ট ০৫ টি শাখায়(চাঁদপুর শাখা,টেকনাফ শাখা, কক্সবাজার শাখা, চুনারুঘাট শাখা হবিগঞ্জ ও ঝালকাঠি শাখা) ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্রের জবাব পরিধারন বিভাগে অদ্যবধি বর্ণিত শাখাসমুহ প্রেরণ করে নাই।উপরোক্ত শাখা সমূহকে ব্যাখ্যা তলবের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া০২/০১/২০১৯তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৪০২ তম সভার কার্যবিবরণীতে ব্যাংকের সাসপেন্স একাউন্টের অসমন্বিত এন্ট্রিসমূহের খাতওয়ারী স্থিতি/সুসমকরনসহ স্থিতি সমন্বয়য়ের লক্ষ্যে হিসাব মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপককে সভাপতি করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।উক্ত কমিটিকে ০২(দুই) মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য বলা হলেও মাননীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের অনুমতি ক্রমে হিসাব বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও উক্ত সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব জনাব খান তামজিদ আহমেদ জানান জুন বার্ষিক হিসাব সমাপনী নিয়ে ব্যস্ততার কারনে রিপোর্ট দিতে পারছেন না। জুন মাসের হিসাব সমাপনি শেষ হলে সাসপেন্স একাউন্টের অসমন্বিত এন্ট্রিসমূহের খাতওয়ারী স্থিতি/সুসমকরনসহ স্থিতি সমন্বয়য়ের প্রতিবেদন/তথ্য প্রদান করবেন। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ- শাখা-১)

খ)০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "খ" সিদ্ধান্ত

"সি পি এফ (ব্যাংক প্রদত্ত ১০%) ,মৃত, চাকুরিচ্যুত, পদত্যাগ কৃত , বিদেশ গমন ইত্যাদি কারনে যে সব পি এফ হিসাব সমূহ সচল আছে তার তালিকা ও সংখ্যা জানানোর জন্য এবং বর্তমানে বিভিন্ন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরিকৃত ভবিষ্য তহবিল সফটওয়্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মারকিং এর ব্যবস্থা সফটওয়্যার এ না থাকলেও এটা হিসাব বন্ধের সময় ম্যানুয়ালি করার বিধান থাকায় উক্ত হিসাব গুলো কেন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পরও বন্ধ হিসাবে মারকিং হয়নি।" ০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "খ" সিদ্ধান্ত জানিয়ে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-২) কে ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে ৮৫৫(১) নং পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের জবাবে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-২)২৫/০৩/২০১৯ তারিখে ২১৮৭(৩) নং পত্রের মাধ্যমে আইসিটি অপারেশন বিভাগকে পত্র প্রেরণ করেছে মর্মে অবহিত করন পূর্বক পত্রের অনুলিপি পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করেছে। কিন্তু উক্ত পত্রের জবাব

পরিধারন বিভাগে অদ্যবধি কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ শাখা-২ প্রেরণ করে নাই।এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং মহাব্যবস্থাপক মহাদয় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ(শাখা-২)কে ৩০ জুলাই/২০১৯ মধ্যে নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। [কার্যকরণঃ কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা- ২)]

গ)ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট (quaterly Operation Report) পূর্বের ১৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে ২৪ অনুচ্ছেদে পরিবর্তিত ফরমেট অনুযায়ী প্রেরণ করার জন্য স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সহ সকল কর্পোরেট শাখা ও মুখ্য আঞ্চলিক / আঞ্চলিক কার্যালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। যেহেতু ১৬ অনুচ্ছেদে প্রতিবেদন পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রতিবেদন শাখায় ফেরত পাঠানো হয় এবং পুনরায় নতুন ফরমেটে প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক যাচাই করার জন্য বিভাগীয় নিরীক্ষা / আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হয় যাতে করে কাল ক্ষেপণ হয় এবং যথাসময়ে পরিপালন কাজ সম্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "ঘ" সিদ্ধান্ত জানিয়ে মাননীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্বাক্ষরিত পত্র নং ৮৬০(৫৮) তারিখ ১৮/০৩/২০১৯ মোতাবেক সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের পত্র প্রেরণ করা হয়। ৩১/০৩/২০১৯ তারিখ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক / কর্পোরেট শাখা সহ সর্বমোট ৬১ টি কার্যালয়ের সবগুলো পাওয়া গেছে যার সবগুলোই ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কার্যালয়ে যাচাই এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৩ টি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের এর যাচাই প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণ করেছে।বাকি ০৭ টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ০১ টি নিরীক্ষা বিভাগ ও ৫০ টি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের যাচাই প্রতিবেদন অত্র বিভাগে অদ্যবধী প্রেরণ করা হয় নাই।এ ব্যপারে শাখাগুলোতে মনিটরিং জোরদার করার জন্য এবং মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্বাক্ষরে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

ঘ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখায় **DCFCL(Departmental Control functional check list)** কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা হচ্ছে । কিন্তু প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে DCFCL কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা রয়েছে দৈনিক, সাপ্তাহিক,মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে DCFCL কার্যক্রম পরিচালনা করার ।০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "ঘ" সিদ্ধান্ত জানিয়ে পরিধারন বিভাগ ১৪/০৩/২০১৯ তারিখের ৮৫৭(৩৭) নং পত্রের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগ হতে **DCFCL(Departmental Control functional check list)** কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জবাব পরিধারন বিভাগে প্রেরণ করছে।

ঙ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েল/২০১৮ এ **Loan Documentation Check List (LDCL)** ঋণের ফাইলে রাখার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ শাখা LDCL চেক লিস্ট ঋণের ফাইলে রাখে না যা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল কর্তৃক শাখা পরিদর্শন কালীন সময়ে দেখা গেছে।০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "চ" সিদ্ধান্ত জানিয়ে সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে ৮৫৪(৫৮) নং পত্র প্রেরণ করা হয়।

চ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর পরিধারন বিভাগের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল বিভিন্ন শাখা আকস্মিক পরিদর্শন করে থাকে।০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "ছ" সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১৬/০৪/২০১৯ তারিখে টাঙ্গাইল শাখা ও ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে আশুলিয়া শাখা ঢাকা আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন রিপোর্ট বিগত ১৪/০৫/২০১৯ তারিখে টাঙ্গাইল শাখা ও ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে আশুলিয়া শাখা ,ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।

ছ) Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls প্রতিবেদন টি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ সাইট সুপারভিশন বিভাগে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। শাখা সমূহ হতে সঠিক ভাবে প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য ০৭/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথ সভার "ঝ" সিদ্ধান্ত জানিয়ে সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে ৮৫৮(৫৮) নং পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের সতর্ক করে পত্র প্রেরন এবং পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের ব্যত্যয় হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃ পরিধারন বিভাগ)

জ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েল/২০১৮ এর অধ্যায় ২২ এর ২২.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১ম খণ্ড প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের পরিপালন বিভাগ এবং নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণের জন্য সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। ম্যানুয়ালে বর্ণিত অনুচ্ছেদের নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ না করে নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ না করায় ইদানীং দেখা যাচ্ছে পি আর এল যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ১ম পর্বের নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নথি উপস্থাপনের সুপারিশ প্রেরণ করা হয় । যার কারণে কার্যক্রম গ্রহণ করতে জটিলতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।এই ধরনের বিলম্বে ১ম পর্ব নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপনের প্রবণতা কোন ক্রমেই বাঞ্চনীয় নয়। যা পরিহার করার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েলে বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথ পরিপালন করার নির্দেশনা প্রদানের অণুরোধ জানিয়ে নিরীক্ষা বিভাগকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।(কার্যকরণঃ নিরীক্ষা বিভাগ)

ঝ) বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর অনলাইন শাখার সংখ্যা ৪০২ টি আর অফলাইন লাইভ শাখার সংখ্যা ৩৪১ টি । কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ এবং আশঙ্কা জনক বিষয় হচ্ছে এ সকল শাখা গুলো অডিট করার ক্ষেত্রে কোন আইটি দক্ষ কর্মকর্তা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দলে অন্তর্ভুক্ত নেই। যার ফলে যে কোন ধরনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বা বড় জালিয়াতি উদ্ঘাটন করতে সক্ষম না হওয়ার কারনে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।জরুরী ভাবে নিরীক্ষা দলে আইটি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ ১ কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।(কার্যকরণঃ মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ ১,নিরীক্ষা বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেম বিভাগ)

ঞ) আর্থিক জালজালিয়াতি , অর্থ আত্মসাৎ ও তহবিল তছরুপ বা শাখা হতে অবৈধ / অনিয়মিত ভাবে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তর রোধ / হ্রাস করার জন্য শাখা ব্যবস্থাপক / ২য় কর্মকর্তার প্রতিদিনের নিম্নোক্ত নির্দেশনা বলি পরিপালন অপরিহার্য।

ক) প্রতিদিনের ক্যাশ ট্রানজেকশন রিপোর্ট, ক্যাশ স্ক্রল যৌথ স্বাক্ষরে ভাউচারের সাথে সংরক্ষিত রাখা এবং চেক করে দেখা।
খ) লেনদেন সম্পাদন কারী কর্মকর্তা / ডাটাএন্ট্রি অপারেটর ছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তা দের দিয়ে কম্পিউটার অউটপুট প্রতিদিন পরীক্ষা করে স্বাক্ষর ও সংরক্ষণ করা।
গ) সকল হিসাব রক্ষণ বই , লেজার , রেজিস্টার হালনাগাদ রাখা ও সংরক্ষণ করা।
ঘ) পাসওয়ার্ড পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজিস্টার , ব্যাকআপ সংরক্ষণ রেজিস্টার , ইত্যাদি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা।
ঙ) নমুনা স্বাক্ষর কার্ড স্ক্যান করা।
চ) ক্লিন ক্যাশ , জিএল, এবস্ট্রাক, এবং হার্ডকপি সংরক্ষণ করা।
ছ) ঋণ ও সঞ্চয়ী হিসাবের লেজার স্থিতি আর জিএল স্থিতির পরিমাণ প্রতিদিন মিলিয়ে দেখা।
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের নির্দেশনা মূলক পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।(কার্যকরণঃ শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ)

ট) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দলের বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ আমিনুর রহমান (উঃ মুঃ কঃ) ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে অবসরে যাবেন এবং পরিধারন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ আগামী ০২/০৯/২০১৯ তারিখে অবসরে যাবেন। প্রয়োজনের গুরুত্ব বিচার করে অতি দ্রুত একজন সহকারী মহাব্যবস্থাপক পোস্টিং দেয়ার জন্য এইচ আর এম ডি -১ কে বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বরাবরে সদয় অবগতি ও কার্যকর নির্দেশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। (কার্যকরণঃ এইচ আর এমডি – ১)

ঠ) মনিটরিং বিভাগের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল কর্তৃক ১০/০৫/২০১৫ইং তারিখ হতে ১৭/০৪/২০১৯ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৮ টি শাখা আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালীন সময়ে দেখা গেছে অধিকাংশ শাখায় ভোল্ট লিমিট প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই প্রয়োজনের তাগিদ বিবেচনা করত ব্যবস্থাপকগণ ভোল্ট লিমিটের অতিরিক্ত টাকা শাখায় রক্ষিত রাখেন ।যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ ব্যপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত চেয়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর নথি উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক বরাবর শাখা কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের মাধ্যমে শাখার ভোল্ট লিমিট যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃশাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ)

ড) ব্যাংকের ভৌত সম্পদ এর ব্যবহার নিশ্চিত করন মনিটরিং বিভাগের কাজ । দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ অফিস শেষে যার যার ডেস্কের ফ্যান/ লাইট বন্ধ নাকরেই অফিস ত্যাগ করেন। এতে করে যেমন বিদ্যুৎ এর অপচয় হয় তেমন ই বিনা প্রয়োজনে অযথা বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের টাকা ব্যাংক কে বহন করতে হয়। এ বিষয়ে একটা সাধারণ নির্দেশনা জারী করার জন্য প্রকিউরম্যান্ট ও কর্মী কল্যাণ বিভাগ কে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃপ্রকিউরম্যান্ট ও কর্মী কল্যাণ বিভাগ)

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(শেখ মাহমুদ কামাল)
মহাব্যবস্থাপক ২/৭/১৯
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

নং/প্রকা/অনিবিঃপ্রশা-৪৪/২০১৯-২০২০/ ০৫ তারিখঃ০২-০৭-২০১৯খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১. চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
০২. স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়-১/২, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
০৩. স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪. উপমহাব্যবস্থাপক, পরিপালন বিভাগ/ নিরীক্ষা বিভাগ-(সভাপতি, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট, আইসিসি)/ আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৫. সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা / মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক / আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭. সকল সদস্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন টিম(আইসিটি), পরিধারন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৮. নথি/মহানথি

(লুৎফুন নাহার নাজ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
পরিধারন বিভাগ এবং
সভাপতি
মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।